ভোরের কাগজ 148

SEP. 1 0 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬ ......

সিনিয়র মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রসঙ্গে

ইতিমধ্যে সরকারের শিক্ষা বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পদায়ন-প্রক্রিয়ায় সিনিয়র মাদ্রাসাগুলোতে উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হবে। কিন্তু এখনো নানা রকম অব্যবস্থা রয়েছে। ঐ সকল বেসরকারি সিনিয়র মাদ্রাসাগুলোর প্রায়শই দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষরা নানা রকম কায়দাকানুন করে পুত্র, ভাইপো, ভাগনে ও মেয়ে জামাইকে নিতে যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রার্থীকে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে দেন। সিনিয়র মাদ্রাসাগুলোতে পদায়ন-প্রক্রিয়ার আদেশপত্র পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষগণ তাদের স্বজনকে উপাধ্যক্ষ পদে নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই উদ্দেশ্যে এই সকল আদর্শহীন অধ্যক্ষগণ কমিটির বাড়ি বাড়ি ঘুরে সদস্যগণকে হাত করার চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে তারা প্রশাসনেও সমান তালে তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই অবস্থায় বেসরকারি সিনিয়র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদের অভিজ্ঞ ও যোগ্য প্রার্থীগণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এবং অনেক জায়গায় তারা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন। এমতবস্থায় ১২ বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহকারী অধ্যাপকগণের মাঝ থেকে উপাধ্যক্ষ নেওয়া হলে, তা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিচারে বহুদিন থেকে সঠিক ও সুসঙ্গত হবে। তার সঙ্গে ২/৩ বা ৪/৫ বছরের প্রভাষকগণকে উপরের তিন-চারজনকে ডিঙিয়ে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ প্রার্থীকে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য অধ্যক্ষগণের অপচেষ্টা বন্ধ হবে।

বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহের কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন, মাদ্রাসা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভাগসমূহের কাছে একান্ত অনুরোধ তারা যেন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিষয়টিকে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন।

আসলাম পারভেজ
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।